BRIEF HISTORY

THE BIBLE.

ধৰ্ম্ম পুস্তকের

সংক্ষেপ বিবরণ.

সমুদয় ধৰ্ম্মগ্রন্থ ঈশ্বরাবেশদ্বারা দেওয়া গিয়াছে, এবং শিক্ষা ও বিবেক ও শাসন ও ধৰ্ম্মক্রিয়োপদেশের কারণ ফলদায়ক আছে, যে ঈশ্বরীয় মনুষ্য সম্পূর্ণ হয় ও সর্ব্ব সুক্রিয়াতে সর্ব্বতোভাবে সসজ্জ হয়। ২ টিমোথি ৩। ১৬,১৭।

কলিকাতায় চর্চ মিশন ছাপাখানাতে চতুর্থবার ছাপা হইল।
১৮৩৬

প্রার্থনা।

হে ধন্য প্রভো, তুমি আমাদের শিক্ষার্থে ধর্ম্মগ্রন্থ সকল রচাইয়াছ, তাহাতে এই প্রদান করহ, যে আমরা তাহা শুদ্ধভাবে শুনিয়া ও পড়িয়া ও ধ্যান করিয়া ও শিক্ষিয়া ও ধারণা করিয়া, আমাদের প্রভু যিশু খ্রীষ্ট দ্বারা তুমি আমাদিগকে যে অনন্ত জীবনের ভরসা দিয়াছ, তাহা যেন ক্ষান্তিতে ও তোমার পুণ্য বাণীর আশ্বাসে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা মনে রাখি. আমেন.

ধর্ম্মপুস্তকের সংক্ষেপ বিবরণ।

জগতের সৃষ্টি যে প্রভু যিশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে (৪০০৪) চারি হাজার চারি বৎসর হইল, তাহার বিবরণ।

ঈশ্বর ছয় দিনে স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে তিনি কহিলেন যে দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল। এবং তিনি দীপ্তির নাম দিবস, ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন।

পরে তিনি জলচর ও খেচর ও ভূচর সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টি করিলেন, এবং আপন প্রতিমূর্ত্তিতে আদাম নামে আদিপুরুষকে সৃজন করিয়া তাহার একখান পঞ্জর বাহির করিয়া হাওয়া নামে আদি-স্ত্রীকে নির্ম্মাণ করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, যে তোমরা বহু বংশ হও ও পৃথিবী পূর্ণ করিয়া তাহার অধিকার কর; এবং সমুদ্রের মৎস্য ও শূন্যের পক্ষী ও পৃথিবীর সমস্ত গমনকারী জীবজন্তুর উপর কর্ত্তৃত্ব কর।

অনন্তর ঈশ্বর আপন সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর উপর দৃষ্টি করিয়া সকলি বিলক্ষণ দেখিলেন। পরে তিনি সপ্তম দিবসকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র

করিলেন; যেহেতুক তিনি আপন সকল কর্ম্ম-
হইতে ঐ দিনে বিশ্রাম করিলেন।

২. এদেন উদ্যানের বিবরণ।

পরে ঈশ্বর পূর্ব্বদিকে এদেনে এক উদ্যান করি-
লেন, এবং যে ২ বৃক্ষ দেখিতে ভাল ও যাহার ফল
সুখাদ্য, এমন ২ বৃক্ষ তিনি মৃত্তিকাহইতে উৎপন্ন
করিলেন। জীবনদায়ক বৃক্ষ ও ভাল মন্দ জ্ঞানদা-
য়ক বৃক্ষ উদ্যানের মধ্যে ছিল। এবং উদ্যানে জল
দিবার নিমিত্তে এদেনহইতে এক নদী নির্গত হইল।

পরে ঈশ্বর আদামকে লইয়া বাগানে রাখি-
লেন, এবং উদ্যানের কার্য্য করিতে ও রক্ষা করিতে
আজ্ঞা করিয়া বলিলেন, যে তুমি বাগানের সমস্ত
ফল স্বচ্ছন্দে খাইও, কিন্তু ভাল মন্দ জ্ঞানদ বৃক্ষের
ফল খাইও না; কেননা যে দিনে তুমি তাহার
ফল খাইবা সেই দিনে তুমি মৃত্যুর অধীন হইবা।

পরে আদাম সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর ও শূন্যের
পক্ষির ও সমস্ত বন্য পশুর নাম রাখিলেন।

৩. মনুষ্যের পতন বিবরণ.

পরে শয়তান সর্পের দ্বারা হাওয়াকে ভুলাইয়া
ঐ নিষেধিত ফল খাইতে পরামর্শ দিল; তাহাতে

হাওয়া সে বৃক্ষের ফল পাড়িয়া আপনি খাইল, এবং আপন স্বামিকে দিলে সেও খাইল।

অতএব তাহারা এইরূপে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, ঈশ্বর তাহাদিগকে এদেন উদ্যানহইতে বাহির করিয়া দিলেন। এবং যে ভূমিহইতে তাহাদের জন্ম হইয়াছিল, তাহার কৃষি করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু তিনি অতিশয় দয়ালু, এই নিমিত্তে তাহাদিগকে নিতান্ত পরিত্যাগ না করিয়া বরং ত্রাণকর্ত্তার অঙ্গীকার করিলেন, ও ত্রাণের পথ দেখাইয়া দিলেন।

অনন্তর আদামের দুই পুত্র হইল, এক জনের নাম কঈন, ও অন্য জনের নাম হাবেল। হাবেল মেষ রক্ষক এবং কঈন কৃষক ছিল।

৪. সৃষ্টির পর (১২৯) এক শত ঊনত্রিংশ বৎসরে যে হাবেলের বধ, তাহার বিবরণ।

পরে কঈন ক্ষেত্র জাত ফল আনিয়া ঈশ্বরের নিকটে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিল; এবং হাবেলও আপন মেষ পালের প্রথম জাত মেষ পাঁঠা আনিয়া ঈশ্বরের নিকটে উৎসর্গ করিলেন।

এবং হাবেলের নৈবেদ্য ঈশ্বর গ্রহণ করিলেন, কেননা হাবেল ধার্ম্মিক হইয়া ভক্তি ও প্রত্যয়-

পূর্ব্বক তাহা উৎসর্গ করিয়াছিল। কিন্তু কয়িন ঈশ্বরের প্রতি উপযুক্তরূপে ভক্তি ও প্রেম না করিয়া আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়াছিল, এই নিমিত্তে ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করিলেন না।

তখন কয়িন আপন পাপের নিমিত্তে খেদ না করিয়া বরং অতিশয় রাগান্বিত হইয়া আপন ভ্রাতার বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে বধ করিল।

পরে ঈশ্বর কয়িনকে বলিলেন, যে তুমি কি করিয়াছ? তোমার ভ্রাতার রক্ত মৃত্তিকাহইতে আমার নিকট চেঁচাইয়া ডাকে। অতএব তোমার হস্তহইতে তোমার ভ্রাতার রক্ত গ্রহণ করিতে আপন মুখ বিস্তার করিয়াছে যে পৃথিবী, তাহার উপর তুমি শাপগ্রস্ত হইলা। তুমি কৃষি কর্ম্ম করিবা, কিন্তু তাহাতে তোমার শ্রমের ফল হইবে না; তুমি পৃথিবীতে স্বস্থানত্যাগী ও দিগ্‌ভ্রমী হইবা। তখন কয়িন বলিল যে আমার শাস্তি আমার অসহ্য।

৫. নোহের জাহাজের বিবরণ।

পরে আদামের শেৎ নামে এক পুত্র, এবং তদ্ব্যতিরেকে আর২ অনেক সন্তান সন্ততিও জন্মিয়াছিল; এবং আদামের নয়শত ত্রিংশৎ

বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তিনি মরিলেন। পরে হনোক নামে একজন সল্লোক হইয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন।

অনন্তর মনুষ্যের দুষ্টতা অতিশয় বাড়িতে লাগিল, ও পৃথিবী কেবল দৌরাত্ম্যেতে পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু নোহ নামে এক ধার্ম্মিক ব্যক্তির উপর ঈশ্বর সদয় হইলেন। তাহার শেম হাম য়াফেৎ নামে তিন সন্তান ছিল। এবং ঈশ্বর নোহকে বলিলেন, যে আমার গোচরে সমস্ত প্রাণির অন্তকাল হইয়াছে; কেননা তাহাদের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্ম্যেতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এবং আমি পৃথিবীর সহিত তাহাদিগকে সংহার করিব। অতএব তুমি কাষ্ঠের এক জাহাজ নির্ম্মাণ কর, ও তাহার মধ্যে কুঠরি ২ কর; এবং তাহাতে তুমি ও তোমার পুত্রেরা ও তোমার স্ত্রী ও তোমার পুত্রবধূরা সকলে প্রবেশ কর, এবং সমস্ত জীববান জন্তু স্ত্রীপুরুষ এক ২ জোড়া করিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে আপনার সহিত জাহাজে লও। অতএব নোহ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন।

৬. সৃষ্টির পর (১৬৫৬) ষোল শত ছাপ্পান্ন বৎসরে যে জলপ্লাবন, তাহার বিবরণ।

তৎপরে ঈশ্বর নোহকে জাহাজে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন নোহ ও তাহার পুত্রেরা এবং তাহার স্ত্রী ও পুত্রবধূরা ও প্রত্যেক জীববান জন্তু স্ত্রীপুরুষ এক২.জোড়া জাহাজে প্রবেশ করিল।

পরে পৃথিবীতে চল্লিশ দিবা রাত্রি বৃষ্টি হইল; তাহাতে প্রত্যেক গমনকারী জন্তু ও মনুষ্য এবং আর২ যে কিছু পৃথিবীতে ছিল, সে সকল নষ্ট হইল। কিন্তু নোহ ও তাহার সহিত যাহারা জাহাজে ছিল তাহারাই বাঁচিল।

এবং জাহাজ পাঁচ মাস পর্য্যন্ত জলে ভাসিয়া অবশেষে অরারাট নামে এক উচ্চ পর্ব্বতের উপর স্থগিত হইল। কিন্তু পৃথিবী শুষ্ক না হওয়াতে নোহ ও তাহার সঙ্গিরা আর সাত মাস জাহাজে থাকিল। পরে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহারা জাহাজহইতে বাহির হইল।

অনন্তর নোহ এক যজ্ঞবেদি করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে বেদির উপরে আহুতি দিলেন। পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাহার সন্তানদিগকে আশীর্ব্বাদ

দিয়া কহিলেন, যে তোমরা বহু বংশ হও ও পৃথিবীকে পূর্ণ কর। প্রত্যেক গতিকারি জন্তু তোমাদের খাদ্য হইবে; যেমন শাক দিয়াছি তেমনি অন্য সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে খাইতে দিয়াছি। কিন্তু যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করে, মনুষ্যের হাতেতে তাহার রক্তপাত করা যাইবে।

৭. সৃষ্টির পর (১৭৫৭) সতর শত সাতান্ন বৎসরে যে মনুষ্যের ভাষা ভঙ্গ হয়, তাহার বিবরণ।

জলপ্লাবনের পর তাহাদের বংশ এত বাড়িল যে একত্র বাস করিতে স্থানের অকুলন হইল; তাহাতে এক দল পূর্ব্ব মুখে যাত্রা করিয়া ফরাৎ নদীর নিকটে শিনার দেশে পঁহুছিল। সেই স্থানে তাহারা এক অসম্ভব কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল; অর্থাৎ সকলে একযোগ হইয়া কহিল, যে আইস ভাই, আমরা ইট গড়ি এবং তাহা সুন্দররূপে পোড়াইয়া এমন নগর ও গড় গাঁথি, যে তাহার উপরিভাগ স্বর্গ স্পর্শ করে; তাহাতে আমরা যেন নামলব্ধ হই, এবং ছিন্নভিন্ন না হই।

অনন্তর ঈশ্বর সেই নগর ও গড় দেখিতে আইলেন; এবং ঈশ্বর কহিলেন, যে ইহারা সকলে এক পরামর্শী ও এক ভাষী; এবং ইহারা

এই অসম্ভব কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের ইচ্ছানুসারে হইবে না; কেননা আমি ইহাদের ভাষা ভঙ্গ করিয়া দিব, যেন ইহারা পরস্পর কথা বুঝিতে না পারে। পরে তিনি তাহাদের ভাষা ভঙ্গ করিলে তাহারা ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তাহাতে ঐ নগরের নাম বাবিল হইল; এবং সেই সময়াবধি পৃথিবীতে নানা ভাষা হইয়াছে।

৮. প্রভুর জন্মের পূর্ব্বে (১৯২২) উনিশ শত বাইশ বৎসরে আহূত হন যে আব্রাহাম, তাঁহার বিবরণ।

পরে ঈশ্বর আব্রাহামকে বলিলেন, যে তুমি আপন দেশ ও আপন কুটুম্ব ও আপন পিতার বাটী ছাড়িয়া আমি যে দেশ তোমাকে দেখাইয়া দিব, সেই দেশে যাও, এবং আমি তোমাহইতে এক বড় জাতি উৎপন্ন করিব, ও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, ও তোমার নাম বাড়াইব; এবং তোমার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত বংশ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

তখন আব্রাহাম ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে আপন দেশ ত্যাগ করিলেন, এবং আপন স্ত্রী শারাকে ও

আপন ভ্রাতৃপুত্র লোটকে ও আপন ধন সম্পত্তি লইয়া কনআনদেশে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ঈশ্বর সেখানে আব্রাহামকে দর্শন দিয়া কহিলেন, যে তোমার সন্তানদিগকে এ দেশ দিব; তাহাতে আব্রাহাম ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি করিয়া ভজনা করিলেন।

আব্রাহামের পশু ও ধন সম্পত্তি অনেক ছিল; এবং আব্রাহামের সহগামী লোটেরও অনেক মেষ গবাদিপাল ও তাম্বু ছিল; তাহাতে তাহারা একত্র বাস করিতে পারিল না। অতএব তাহারা পৃথক্ হইল, এবং লোট যর্দনের মাঠ পসন্দ করিয়া সদোমের নিকট আপন তাম্বু খাটাইল। কিন্তু সদোমের লোকেরা অতিশয় দুষ্ট ও পাপী ছিল।

৯. প্রভুর জন্মের পূর্ব্বে (১৮৯৭) আঠার শত সাতানব্বই বৎসরে যে সদোম ও অমোরাহ নগর নষ্ট হয়, তাহার বিবরণ।

পরে দুই স্বর্গীয় দূত সন্ধ্যাকালে সদোমে আইলে লোট তাহাদিগকে আপন ঘরে লইয়া গিয়া ভোজন পান করাইলেন। কিন্তু সদোম নিবাসী আবাল বৃদ্ধ সকলেই ঐ দূতের হিংসা

করিবার নিমিত্তে লোটের ঘর ঘেরিল, এবং লোটের উপর চাপাচাপি করিয়া দ্বার ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল। তখন ঐ দূতেরা সদোম নিবাসী সকলকে অন্ধ করিলেন; তাহাতে তাহারা দ্বার অন্বেষণ করিতে পারিল না।

অনন্তর দূতেরা লোটকে বলিলেন, যে এ দেশের লোকেরা মহাপাপী, এই নিমিত্তে তাহাদিগকে নষ্ট করিতে ঈশ্বর আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। পরে প্রভাত হইলে দূতেরা লোটকে ত্বরা করিয়া কহিলেন যে উঠ, তোমার স্ত্রী ও দুই কন্যাকে লইয়া যাও, কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিও না। এবং তাহারা বিলম্ব করিতে ২ সে দূতেরা লোটের ও তাহার স্ত্রীর ও তাহার কন্যাদের হাত ধরিয়া নগরের বাহিরে লইয়া গেলেন।

পরে ঈশ্বর স্বর্গহইতে সদোম ও অমোরাহের উপর গন্ধক মিশ্রিত অগ্নি বর্ষাইলেন; এবং সে সকল শহর ও সকল ভূমি ও সকল লোককে নষ্ট করিলেন। কিন্তু লোটের স্ত্রী আপন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখাতে লবণের স্তম্ভ হইয়া গেল।

১০. আব্রাহামের প্রত্যয়ের পরীক্ষার বিবরণ।
প্রভুর জন্মের পূর্ব্বে (১৮৭২) আঠার শত বাহাত্তর বৎসর।

পরে ঈশ্বর আব্রাহামের প্রত্যয়ের পরীক্ষার নিমিত্তে তাহাকে বলিলেন, যে তুমি আপনার পুত্র অর্থাৎ আপনার একই প্রিয় পুত্র য়িস্‌হাককে সঙ্গে করিয়া মোরীয়াহ্‌ দেশে যাও, এবং যে পর্ব্বত আমি তোমাকে দেখাইয়া দিব, তাহার উপর তাহাকে হোম কর।

আব্রাহাম প্রাতঃকালে উঠিয়া আপন গাধা সাজাইলেন। ও আপনার সহিত আপন দুই যুবা দাসকে ও আপন পুত্র য়িস্‌হাককে লইলেন, এবং যে স্থানের বিষয় ঈশ্বর তাহাকে কহিয়াছিলেন সে স্থানে গেলেন। পরে সে স্থান দূরে দেখিয়া তিনি আপন দুই যুবা দাসকে কহিলেন, যে তোমরা গর্দ্দভের সহিত এখানে থাক; কিন্তু আমি ও বালক ওস্থানে গিয়া আরাধনা করিয়া আসি।

তাহার পর আব্রাহাম কাষ্ঠ লইয়া আপন পুত্রের উপর রাখিলেন, এবং আপনি অগ্নি ও খড়্গ হাতে লইলেন। তখন য়িস্‌হাক আপন পিতাকে বলিল যে হৈ পিতঃ কাষ্ঠ ও অগ্নি দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু হোমের কারণ মেষের

বাচ্চা কোথায়? আব্রাহাম কহিলেন, হে আমার পুত্র ঈশ্বর হোমার্থে মেষের বাচ্চা যোগাইবেন। পরে তাহারা দুই জন গমন করিতে লাগিল।

১১. য়িস্‌হাকের রক্ষা হওনের বিবরণ।

তাহারা নিরূপিত স্থানে পঁহুছিলে আব্রাহাম এক যজ্ঞবেদি করিয়া কাষ্ঠ সাজাইলেন, এবং আপন পুত্রকে বান্ধিয়া কাষ্ঠের উপর রাখিলেন। পরে আব্রাহাম হস্ত বিস্তার করিয়া আপন পুত্রকে ছেদন করিবার নিমিত্তে খড়্গ লইলেন। কিন্তু স্বর্গহইতে ঈশ্বরের দূত তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, যে বালকের উপর হাত দিও না ও তাহাকে আঘাত করিও না। কেননা এখন আমি জানি যে তুমি ঈশ্বরকে ভয় করিতেছ, যেহেতুক তুমি আমার নিকট আপন পুত্রকে অর্থাৎ আপন একই পুত্রকে উৎসর্গ করিতে অস্বীকার করিলা না।

পরে আব্রাহাম মুখ ফিরাইয়া আপন পশ্চাৎ লতার মধ্যে শৃঙ্গেতে বাঁধা এক মেষ দেখিতে পাইলেন। তাহাতে তিনি যাইয়া সে মেষকে ধরিয়া আপন পুত্রের বদলে হোমের নিমিত্তে তাহাকে বলি দিলেন।

১২. এশাউ ও য়াকুবের জন্ম যে প্রভুর অবতারের পূর্ব্বে (১৮৩৬) আঠার শত ছত্রিশ বৎসরে হয়, তাহার বিবরণ।

য়িস্‌হাকের চল্লিশ বৎসর বয়সের সময়ে আব্রাহামের ভ্রাতৃপুত্র বিতুএলের কন্যা রিবি-কাহ্‌কে তিনি বিবাহ করিলেন, এবং কুড়ি বৎস-রের পর রিবিকাহের গর্ব্ভে তাহার এশাউ ও য়াকুব নামে যমজ দুই পুত্র হইল। এশাউ জ্যেষ্ঠ ছিল; কিন্তু আপন জ্যেষ্ঠত্ব তাচ্ছল্য করিয়া য়াকুবের স্থানে অন্নব্যঞ্জনের নিমিত্তে তাহা বিক্রয় করিল। আর য়াকুব প্রতারণা করিয়া পিতৃদত্ত আশীর্ব্বাদ লইল। কিন্তু যখন জানিল যে আমার প্রতি তাহার ক্রোধ আছে, তখন য়াকুব স্বগৃহ ছাড়িয়া আপন মাতুল লাবানের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিল।

পরে পথে যাইতে ২ ঈশ্বর স্বপ্নযোগে দেখা দিয়া কহিলেন, যে আমি তোমার পিতা আব্রা-হামের ঈশ্বর ও য়িস্‌হাকের ঈশ্বর; যে দেশে তুমি শয়ন করিয়া রহিয়াছ, সেই দেশ আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে দিব; এবং তোমার বংশ ধূলির ন্যায় অগণ্য হইবে। এবং তোমার দ্বারা ও তোমার বংশের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত লোক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

১৩. য়াকুবের দ্বাদশ সন্তানের বিবরণ।

য়াকুবের দ্বাদশ পুত্র ছিল; তাহাদের নাম এই ২ রিউবেন, শিমিওন, লেবি, য়িহুদাহ্, য়িশ্লাকার, জিবুলন, দান, নফ্তালী, গাদ, আশের, য়ুসফ ও বেন্যামিন।

পরে ঈশ্বর য়াকুবকে কহিলেন, যে উঠ, ও বীত্এলে গিয়া বাস কর, ও তুমি যখন আপন ভ্রাতা এশাউর সম্মুখহইতে পলায়ন করিতেছিলা, তখন ঈশ্বর যিনি তোমাকে দর্শন দিলেন তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ কর। তখন য়াকুব ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে যজ্ঞ করিল।

পরে ঈশ্বর তাহাকে বলিলেন যে তোমার নাম য়িশরাএল হইবে। কেননা তোমাহইতে অনেক গোষ্ঠী উৎপন্ন হইবে; এবং তোমাহইতে রাজা জন্মিবে; এবং যে দেশ আমি আব্রাহামকে ও য়িস্হাককে দিয়াছিলাম, সেই দেশ তোমাকে ও তোমার বংশকে দিব।

১৪. য়ুসফের বিবরণ।

য়িশরাএল আপন সকল পুত্রহইতে য়ুসফ্কে অধিক প্রেম করিল, এবং তাহাকে নানাবর্ণ এক

বস্ত্র দিল। অপর যখন তাহার ভ্রাতারা দেখিল, যে আপনাদের পিতা সকল ভ্রাতাহইতে তাহাকে অধিক প্রেম করিল, তখন তাহারা তাহাকে ঘৃণা করিয়া তাহার সহিত প্রেমালাপ করিতে পারিল না।

পরে তাহার ভ্রাতারা আপনাদের পিতার মেষ চরাইতে শিকেমে গেল। এবং য়্যাকুব য়ুসফ্কে বলিল, যাও তোমার ভ্রাতাদের কল্যাণ ও মেষদের কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে সমাচার দেও।

পরে তাহাদের নিকটে আগমনের পুর্ব্বে তাহারা য়ুসফ্কে অতি দূরে দেখিয়া তাহাকে মারিতে পরামর্শ করিল। কিন্তু রিউবেন তাহাদিগকে বলিল, রক্তপাত করিও না; প্রান্তরের মধ্যে যে গর্ত্ত আছে তাহাতে তাহাকে ফেল। কেননা তাহাদের হস্তহইতে উদ্ধার করিয়া আপন পিতার নিকটে পুনর্ব্বার তাহাকে সমর্পণ করে তাহার এই ইচ্ছা ছিল।

য়ুসফ্ আপন ভ্রাতাদের নিকটে আইলে তাহারা তাহার কাপড় কাড়িয়া লইল, এবং গর্ত্তে ফেলিয়া দিল। পরে তাহারা অন্ন খাইতে বসিয়া

মিসরে গমনকারী এক জনতা দেখিতে পাইল। তখন য়িহূদাহ্ আপন ভ্রাতাদিগকে বলিল যে আমরা আপন ভ্রাতাকে মারিয়া তাহার রক্ত গোপন করিলে আমাদের কি লাভ হইবে? আইস আমরা বণিকদের স্থানে তাহাকে বিক্রয় করি। অতএব তাহারা য়ুসফ্কে ২০ কুড়ি টাকায় বিক্রয় করিল। এবং বণিকেরা য়ুসফ্কে মিসরে লইয়া গেল।

অনন্তর তাহার ভ্রাতারা য়ুসফের কাপড় লইয়া এক ছাগলের বাচ্ছা মারিয়া তাহারি রক্তেতে চোবড়াইয়া আপনাদের পিতার নিকটে পাঠাইয়া দিল। তাহাতে তাহার পিতা কাপড় চিনিয়া কহিল, যে আমার পুত্রের বস্ত্র বটে; কোন হিংসুক জন্তু তাহাকে নষ্ট করিয়াছে। পরে য়াকুব য়ুসফের নিমিত্তে অনেক দিন শোক করিল।

অনন্তর মিসরের রাজা ফরওহের সেনাপতি পোটীফর য়ুসফ্কে ক্রয় করিলেন। এবং তিনি পোটীফরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইলেন ও পোটী-ফর তাহাকে আপন ঘরের উপর কর্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু পোটীফরের স্ত্রী মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাহাকে কারাগারে রাখাইল।

পরে কারাগার রক্ষক য়ূসফের প্রতি দয়া করিল; এবং ঈশ্বর তাহার সহিত আছেন, ইহা জানিয়া তাহাকে বন্দিশালার ভার দিল।

তদনন্তর ফরওহ্ এক স্বপ্ন দেখিলেন যে সাতটা মোটা গরু নদীহইতে উঠিল, ও তাহাদের পশ্চাৎ সাতটা রোগা গরু উঠিয়া তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিল। পুনশ্চ তিনি আর এক স্বপ্ন দেখিলেন, যে সাতটা শস্য পূর্ণ শিষ বাড়িল, ও অন্য সাতটা ভুয়াশিষ তাহাদের পশ্চাৎ বাড়িয়া তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিল।

পরে মিসরদেশের পণ্ডিতেরা সে স্বপ্নের অর্থ করিতে না পারাতে ফরওহ্ য়ূসফ্কে আনাইলেন। তখন য়ূসফ্ বলিলেন, যাহা ঈশ্বর করিবেন তাহা মহারাজাকে জানাইয়াছেন। দেখুন মিসরদেশে শস্য পূর্ণ সাত বৎসর হইবে, তাহার পর আর সাত বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবে। অতএব মহারাজ দুর্ভিক্ষ সাত বৎসরের নিমিত্তে শস্য পূর্ণ সময়ে শস্য সঞ্চয় করুন।

অনন্তর ফরওহ্ সমস্ত মিসরদেশের উপর য়ূসফ্কে কর্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করিলেন। এবং য়ূসফ্ শস্য ক্রয় করিয়া রাখিলেন। দুর্ভিক্ষ হইলে

তিনি মিসরীয় লোককে ও অন্য২ লোককে সেই শস্য বিক্রয় করিলেন। ইতোমধ্যে তাহার দশ ভ্রাতারা শস্য কিনিতে আইল, এবং তিনি তাহাদিগকে চিনিলেন, কিন্তু তাহারা তাহাকে চিনিল না। পরে তিনি তাহাদের ঘরের কথা সুধাইলে তাহারা উত্তর দিল যে আমরা বার ভাই; আমাদের কনিষ্ঠ আমাদের পিতার কাছে আছে কিন্তু এক জন নাই। তখন য়ুসফ্ কহিলেন তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আন গিয়া। এবং তাহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতার আইসন পর্য্যন্ত তিনি শিমিওনকে কয়েদ রাখিলেন।

পুনশ্চ তাহাদের শস্য আবশ্যক হইলে তাহারা আপনাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া মিশরদেশে আইল। এবং তাহারা য়ুসফ্কে দাস করিয়া বিক্রয় করাতে যে পাপ করিয়াছিল, তাহা তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন। পরে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে২ তাহাদিগকে কহিলেন, আমি সে য়ুসফ্ তোমাদের ভ্রাতা যাহাকে তোমরা মিসরদেশে বিক্রয় করিয়াছিলা। অতএব তোমরা আমাকে যে বিক্রয় করিয়াছিলা ইহাতে এখন শোকান্বি[illegible] ও পরস্পর একজন আর

এক জনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না; কেননা তোমাদের প্রাণরক্ষার্থে ঈশ্বর আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।' সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও নাই, কিন্তু ঈশ্বর। অতএব শীঘ্র যাইয়া আমার পিতাকে এস্থানে আসিতে বলিও; বিলম্ব করিও না, কেননা আর পাঁচ বৎসর দুর্ভিক্ষ আছে। তাহাতে আমি তাহাকে ও তাহার পরিজনদিগকে প্রতিপালন করিব।

পরে তাহার ভ্রাতারা কনআনদেশে আপনাদের পিতার নিকটে ফিরিয়া আইল। এবং যে ২ গাড়ি ফরওহ্ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সে সকলের উপর আপনাদের ছাওয়ালদিগকে ও স্ত্রীদিগকে ও আপনাদের সর্ব্বস্ব লইয়া মিসরদেশে চলিয়া গেল। এবং তাহারা গোশেন দেশে বাস করিল, ও সেখানে তাহাদের ধন সম্পত্তি ও অনেক পরিবার হইল। য়ুসফ্ (১১০) একশত দশ বৎসর বয়স্ক হইয়া প্রভুর জন্মের পূর্ব্বে (১৬৩৫) ষোল শত পঁইত্রিশ বৎসরে মরিলেন।

১৫. মোশহের জন্ম যে প্রভুর জন্মের পূর্ব্বে (১৫৭১) পোনের শত একাত্তর বৎসরে হইল, তাহার বিবরণ।

অনন্তর মিসরদেশে এক নূতন রাজা হইলেন।

তিনি য়ূসফ্‌কে জানিলেন না। তিনি তাহাদিগকে দুঃখ দিবার কারণ তাহাদের উপর কার্য্যশাসক-দিগকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু যত তাহারা তাহা-দিগকে দুঃখ দিতে লাগিল, তত তাহারা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাতে রাজা আপন লোকদিগকে আজ্ঞা দিলেন, যে তাহাদের যত পুত্র সন্তান জন্মিবে, সে সকলকে তোমরা নদীতে ফেলাইয়া দিবা, কিন্তু কন্যাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবা।

এই সময়ে মোশহ্‌ জন্মিলেন, এবং তাহার মাতা রাজার ভয়ে তাহাকে পেটারায় করিয়া নদীর তীরে রাখিল। পরে রাজার কন্যা নদীতে স্নান করিতে গিয়া পেটারা দেখিয়া তাহা আনিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি পেটারা খুলিলে তাহার ভিতরে এক বালককে দেখিতে পাইলেন, এবং সে বালক কাঁদিতে লাগিল। পরে তিনি স্নেহ করিয়া কহিলেন, যে এই এবরীয়ের সন্তান, এবং তিনি তাহার নাম মোশহ্‌ রাখিলেন, ও আপন সন্তানের ন্যায় তাহার প্রতিপালন করিলেন। পরে ঐ বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ফরওহের নিকট-হইতে মিদিয়ান দেশে পলায়ন করিলেন, ও সে স্থানে যাজক য়িৎরুর মেষ চরাইতে লাগিলেন।

১৬. মিসরদেশে মড়ক হওনের বিবরণ।

অনন্তর ঈশ্বর মোশহ্‌কে দর্শন দিয়া কহিলেন, যে মিসরস্থিত আমার লোকের দুঃখ দেখিতে পাইয়াছি, এবং মিসরীদের হস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে, ও যে দেশ তাহাদিগকে দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম সেই দেশে লইয়া যাইবার নিমিত্তে আমি আসিয়াছি। অতএব তুমি ও তোমার ভ্রাতা ফরওহের নিকটে গিয়া কহ, যে ঈশ্বর এই কথা কহিতেছেন যে তুমি আমার সন্তানদিগকে যাইতে দেও যেন তাহারা আমার সেবা করে। আর যদি না যাইতে দেও, তবে আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নষ্ট করিব। কিন্তু রাজা তাহাদিগকে যাইতে দিলেন না।

তখন ঈশ্বর মিসরদেশে অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন। তিনি জলকে রক্ত করিলেন, ও শিলাবৃষ্টি বর্ষাইলেন, ও নানাপ্রকার রোগ জন্মাইলেন, এবং অনেক পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ পাঠাইয়া দিলেন। তিন দিবারাত্রি ঘোর অন্ধকার করিলেন, ও এক রাত্রিতে তাহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রদিগকে নষ্ট করিলেন।

১৭. য়িশ্রাএলিদের মিসরদেশ ত্যাগ করণ যে প্রভুর জন্মের পূর্ব্বে (১৪৯১) চৌদ্দ শত একানব্বই বৎসরে হইল, তাহার বিবরণ।

তদনন্তর ফরওহ্ তাহাদিগকে যাইতে দিলেন; কিন্তু তাহারা বহির্ভূত হইলে তিনি আপন অন্তঃকরণ কঠিন করিলেন, এবং আপন সৈন্যের সহিত তাহাদের পশ্চাৎ গেলেন। পরে ইশ্রাএলিরা লালসমুদ্রের নিকট পঁহুছিলে সমুদ্রের জল পৃথক্ হইল, এবং তাহারা সমুদ্রের মধ্যে শুষ্ক ভূমি দিয়া পার হইল। ফরওহ্ আপন সৈন্যের সহিত তাহাদের পশ্চাৎ২ গমন করিলেন; কিন্তু তাহারা সমুদ্রের মধ্যে পঁহুছিলে সমুদ্রের জল একত্র হইল; তাহাতে তাহারা ডুবিয়া মরিল।

অনন্তর য়িশ্রাএলিরা চল্লিশ বৎসর প্রান্তরে বাস করিল; এবং ঈশ্বর তাহাদের পথপ্রদর্শক হইলেন, এবং তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন, ও তাহাদিগকে স্বর্গহইতে মনন্না খাইতে দিলেন, ও তাহাদিগকে আপন ধর্ম্ম আজ্ঞা দিলেন।

অনন্তর মোশহ্ মোয়াবদেশহইতে পিস্গাহ্-নামকপর্ব্বতের উপর গেলেন, এবং সে স্থানহইতে অঙ্গীকৃত কনআনদেশ ঈশ্বর তাহাকে দেখাইয়া

দিলেন। তাহার পর মোশহ্ (১২০) এক শত কুড়ি বৎসর বয়স্ক হইয়া মরিলেন। অপর নূনের পুত্র যিহোশুয়া জ্ঞানী ছিলেন; কেননা মোশহ্ তাহার উপর হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এবং ঈশ্বর যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেইরূপ য়িশরাএলি সকল তাহার কথা শুনিল।

১৮. কনআন দেশ জয় করণ যে খ্রীষ্টের জন্মের (১৪৪৬) চৌদ্দ শত ছেচল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে হইল, তাহার বিবরণ।

অনন্তর য়িহোশুয়া য়রদনের নিকটে আইলেন ও য়িরিখূ নগরের সম্মুখে পার হইলেন, এবং ছয় দিবস নগর ঘেরিয়া রহিলেন। সপ্তম দিনে নগরের চতুর্দ্দিগে গমন করিলে এবং লোকেরা উচ্চৈঃশব্দ করিলে ও বাঁক বাজাইলে নগরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং তাহারা সে নগর লইল।

পরে য়িহোশুয়া কনআন দেশ জয় করিয়া বার গোষ্ঠীকে ভাগ২ করিয়া দিলেন; এবং তাহাদিগকে বলিলেন, দেখ, আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, তোমাদের নিমিত্তে ঈশ্বর এই লোকদের প্রতি যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা তোমরা দেখিয়াছ। অতএব মোশহের ব্যবস্থায় যে সকল লেখা আছে সেই সকল পালন করিতে সাহসী

হও। অদ্য পর্য্যন্ত যেমন তোমরা ঈশ্বর পরায়ণ হইয়াছ ও তাঁহাকে প্রেম করিয়াছ, সেইরূপ ইহার পরেও করিও। এবং আমি ও আমার সমস্ত পরিজন ঈশ্বরের সেবা করিব।

পরে লোকেরা উত্তর দিয়া কহিল, এমন যেন না হয়, যে আমরা ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া দেব-পূজা করি। তদনন্তর য়িহোশুয়া (১১০) এক শত দশ বৎসর বয়স্ক হইয়া মরিলেন।

১৯. রূতের বিবরণ।

অনন্তর য়িহুদা দেশে দুর্ভিক্ষ হইল, এবং দুর্ভিক্ষ সময়ে বিৎলেহেম নিবাসী এলিমেলেখ নামে এক জন আপন স্ত্রী নাওমির সহিত ও আপন দুই পুত্রের সহিত মোয়াব দেশে বাস করিতে গেল। পরে সেখানে এলিমেলেখ মরিল। এবং তাহার দুই পুত্র মোয়াবি কন্যাদিগকে বিবাহ করিল; তাহাদের এক জনার নাম অর্পাহ্ ও অন্য জনার নাম রুৎ, কিন্তু কিছু কাল পরে তাহাদের দুই জনার পতি মরিল।

অনন্তর য়িহুদা দেশের দুর্ভিক্ষ গেলে নাওমি বিৎলেহেম দেশে পুনর্ব্বার যাইতে উদ্যতা হইয়া

আপন পুত্রবধূদের নিকটে বিদায় চাহিতে গেল। কিন্তু রুৎ বলিল যে আমি তোমার সঙ্গে যাইব। তখন নাওমি আপন দেশে থাকিতে বিনতি করিল, কিন্তু রুৎ আপন শাশুড়িকে কহিল, আমি তোমার সঙ্গ ছাড়িতে পারিব না, তুমি যে স্থানে যাইবা সেইস্থানে আমি যাইব, তোমার লোক আমার লোক হইবে, ও তোমার ঈশ্বর তিনি আমার ঈশ্বর হইবেন। যে স্থানে তুমি প্রাণত্যাগ করিবা আমি সেইস্থানে প্রাণত্যাগ করিব ও কবরস্থ হইব, কেবল মৃত্যুদ্বারা আমরা পৃথক্ হইব।

অতএব তাহারা এক সঙ্গে চলিয়া যব কাটন সময়ে বিৎলেহেমে পঁহুছিল। এবং রুৎ আপন কুটুম্ব বোয়াজের ক্ষেত্রে শস্য কুড়াইতে গেল। যখন বোয়াজ তাহার পরিচয় পাইলেন, তখন তিনি কহিলেন যে অন্য কোন ক্ষেত্রে শস্য কুড়াইতে যাইও না, কিন্তু আমার দাসীদের নিকটে থাক গিয়া, এবং তাহাদের সহিত ভোজন পান কর। অতএব রুৎ সেখানে শস্য কাটন সাঙ্গ পর্য্যন্ত শস্য কুড়াইল।

পরে বোয়াজ তাহাকে কহিলেন, তুমি আপন

শাশুড়ির প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছ, তাহার ফল তোমাকে ঈশ্বর অবশ্য দিবেন, কেননা সকল লোকেই জানে যে তুমি সাধ্বী স্ত্রী। অনন্তর বোয়াজ রূৎকে বিবাহ করিলেন, এবং তাহার ওবেদ নামে এক পুত্র জন্মিলেন; তিনি দাউদের পিতামহ।

২০. শিমূএলের বিবরণ।

এফ্রায়িমের বংশে এল্কানার স্ত্রী হন্নাহ্ নামে বন্ধ্যা ছিল, এবং সে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া কহিল তুমি যদি আমাকে এক পুত্র দেও, তবে আমি তাহাকে তোমার সেবাতে যাবজ্জীবন নিযুক্ত করিব। পরে তাহার এক পুত্র হইল, এবং তাহার নাম শিমূএল রাখা গেল। সেই পুত্র স্তন পান করিতে নিরস্ত হইলে, তাহার মাতা তাহাকে ঈশ্বরের সেবা করিবার নিমিত্তে মন্দিরে এলী নামক মহাযাজকের নিকটে লইয়া গেল। পরে শিমূএল ঈশ্বরের সেবা করিতে লাগিল, এবং তাহার মাতা বৎসর২ ঈশ্বরের নিকটে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে আসিবার সময়ে তাহার নিমিত্তে বস্ত্র আনিত।

অনন্তর শিমূএল মন্দিরে নিদ্রিত থাকিতে২

ঈশ্বর তাহাকে ডাকিলেন। শিমূএল এলীর নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে কহিল আমাকে আপনি কি ডাকিলেন? তাহাতে এলী কহিলেন যে না, আমি তোমাকে ডাকি নাই; তুমি শয়ন করগা। পরে ঈশ্বর শিমূএলকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ডাকিলেন, এবং শিমূএল পূর্ব্বমত এলীর নিকটে গেল। তখন এলী বুঝিতে পারিলেন যে ঈশ্বর তাহাকে ডাকিয়াছেন; তাহাতে তিনি কহিলেন যাও, শয়ন করগা, এবং পুনর্ব্বার যদি তোমাকে ডাকেন তবে বলিও যে হে ঈশ্বর তোমার দাস শুনিতে পাইতেছে।

পরে ঈশ্বর শিমূএলকে পুনর্ব্বার ডাকিলেন, তাহাতে সে উত্তর দিল যে তোমার দাস শুনিতে পাইতেছে; যাহা কহিতে হয় তাহা কহুন। তখন ঈশ্বর কহিলেন যে আমি এলীর বংশকে চিরকাল শাস্তি দিব; কেননা তাহার পুত্রেরা বড়ই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, এবং এলী জানিয়াও তাহাদিগকে শাসন করে নাই। এবং শিমূএল এলীকে সে কথা জানাইতে ভয় করিল; কিন্তু এলী তাহাকে কহিলেন, যে আমাকে কিছু গোপন করিও না। তখন সে সকল কথা কহিলে এলী

বলিলেন যে তিনি ঈশ্বর, যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করুন।

অনন্তর পলশ্‌তীয়েরা য়িশ্‌রাএলেরদের সহিত যুদ্ধ করিলে য়িশ্‌রাএলেরা পরাস্ত হইল, এবং এলীর দুই পুত্র মারা পড়িল, এবং এলী যখন সে কথা শুনিলেন তখন তিনি আপন আসনহইতে পশ্চাৎ ভাগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরে শিমুএল য়িশ্‌রাএলেরদিগকে কহিলেন, যে যদি তোমরা ঈশ্বরের প্রতি মন রাখিতে ইচ্ছা কর, তবে অন্য দেবতা সকল ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সেবা কর, তাহাতে তিনি পলশ্‌তীয়েরদের হস্তহইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তখন য়িশ্‌রাএলেরা উপবাস করিয়া কহিল যে আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, কিন্তু এখন অবধি আমরা কেবল তাঁহারি সেবা করিব।

পরে শিমুএল ঈশ্বরের নিকটে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেন এবং তিনি নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে২ পলশতীয়েরা য়িশ্‌রাএলেরদের প্রতি আক্রমণ করিল; তাহাতে ঈশ্বর স্বর্গহইতে বজ্রপাত করিলেন, এবং অনেক সৈন্য নষ্ট হইলে তাহারা পরাস্ত হইল।

অনন্তর য়িশ্রাএলি লোকেরা শিমূএলকে বলিল যে তুমি আমাদের উপর এক জনকে রাজা করিয়া নিযুক্ত কর। তখন ঈশ্বর বিন্যামিনের বংশের শাউলকে রাজা করিতে মনঃস্থ করিলেন, এবং শিমূএল তৈল লইয়া তাহার মস্তকের উপর ঢালিয়া কহিলেন; যে ঈশ্বর আপন অধিকারের উপর তোমাকে রাজা করিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব শাউল য়িশ্রাএলিদের রাজা হইলেন।

২১. শাউলের বিবরণ।

প্রভুর জন্মের (১০৯৫) দশ শত পঁচানব্বই বৎসর পূর্ব্বে, শাউল য়িশ্রাএলেরদের উপর রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। অপর অমো-নিয়েরা য়িশ্রাএলেরদের উপর আক্রমণ করিল। তখন শাউল সৈন্যসামন্ত একত্র করিয়া অমো-নিয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন, তাহাতে য়িশ্রাএলেরা ঈশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিল।

পলশ্তীয়েরা পুনর্ব্বার য়িশ্রাএলেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিল; কিন্তু তাহাদের অনেক সৈন্য নষ্ট হইলে তাহারা পরাজিত হইল। অনন্তর শাউল

ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন, তাহাতে শিমূএল ঈশ্বরের আজ্ঞাতে শাউলের বদলে য়িশির পুত্র দাউদকে অভিষিক্ত করিলেন।

পলশ্‌তীয়েরা যখন য়িশ্‌রাএলেরদের সঙ্গে পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তখন তাহাদের ছাউনীহইতে গোলিয়াত নামে এক জন মহাবীর আসিয়া কহিল যে আমি য়িশ্‌রাএলি সৈন্য-দিগকে তুচ্ছজ্ঞান করি। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ যোদ্ধা থাকে, তবে সে আমার সহিত যুদ্ধ করুক। পরে দাউদ য়িশ্‌রাএলেরদের ছাউনীতে আসিয়া শাউল রাজাকে কহিলেন যে আপনকার অনুমতি হইলে আপনকার ভৃত্য গিয়া পলশ্‌-তীয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

পরে একটা লাটী ও থৈলী ও পাচটা প্রস্তরের ঢেলা ও হস্তে ফিঙ্গা লইয়া দাউদ পলশ্‌তীয়ের-দের নিকটে গেলেন। গোলিয়াত যখন দাউদের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল, তখন দাউদ একটা পাথরের ঢেলা ফিঙ্গায় রাখিয়া নিক্ষেপ করিলে সেই পাথরের ঢেলা গোলিয়াতের কপালে বাজিল তাহাতে সে প্রাণত্যাগ করিল। তখন পলশ্‌তীয়েরা পলাইতে লাগিল, কিন্তু য়িশ্‌রা-

এলেরা তাহাদের সঙ্গ ধরিয়া তাহাদিগকে মারিল ও তাহাদের তাম্বু সকল কাড়িয়া লইল।

সাত বৎসরের পর পলশ্তীয়েরা পুনর্ব্বার য়িশ্রাএলেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে য়িশ্রাএলেরা তাহাদের সম্মুখহইতে পলাইয়া গেল, এবং শাউল ও তাহার তিন পুত্র যুদ্ধে মারা পড়িলেন।

২২. দাউদের বিবরণ।

প্রভুর জন্মের (১০৫৫) দশ শত পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে য়িহুদাহের বংশের উপর দাউদ রাজা হইলেন। কিন্তু শাউলের অন্য এক পুত্র য়িশ্রাএলের বংশের উপর রাজা হইলেন। এবং তিনি সাত বৎসর রাজ্য করিয়া যুদ্ধে মরিলেন। তখন দাউদ সকল য়িশ্রাএলের রাজা হইলেন।

তিনি সকল লোককে একত্র করিলেন, এবং ধন্যবাদ করিতে২ ঈশ্বরের সিন্দুক সিওনে লইয়া গিয়া সেখানে যজ্ঞ করিলেন। পরে তিনি সকল লোককে ভোজন পান করাইয়া স্ব২ স্থানে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন।

এই রূপে তিনি অনেক কাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সেবা করিলেন, কিন্তু তাহার পর তিনি অতিশয়

পাপ করিলেন। তিনি ঊরীয়াহ্‌কে বধ করাইয়া তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। তখন নাতান নামে ভবিষ্যদ্বক্তা দাউদের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে এক গ্রামে দুই জন ছিল; তাহাদের মধ্যে এক জন ধনী এক জন দুঃখী। ধনির গোমেষাদি অনেক ছিল, কিন্তু দুঃখির কেবল একটা ভেড়ার বাচ্চা ছিল। পরে ধনির নিকটে এক বিদেশী আইল, এবং সে আপন সকল মেষাদি রাখিয়া দুঃখির ঐ একটী মেষ লইল, এবং তাহার ঘরে যে ব্যক্তি আইল তাহাকে খাইতে দিল।

দাউদ ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন যে যে ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিয়াছে সে অবশ্য মরিবে। তখন নাতান দাউদকে কহিলেন, তুমিই সেই লোক; তুমি ঊরীয়াহ্‌কে তলোয়ারে বধ করাইয়া তাহার স্ত্রীকে আপন স্ত্রী করিয়াছ; অতএব তোমার বংশহইতে তলোয়ার দূর হইবে না।

পরে দাউদের পুত্র অব্‌শালোম আপন পিতার বিরুদ্ধ হইল। তাহাতে দাউদ যিরূশালমহইতে বনে পলাইয়া গেলেন। তখন তিনি কহিলেন যদি ঈশ্বর দয়া করেন তবে স্বদেশে যাই, কিন্তু যদি তিনি কহেন যে দাউদে আমার সন্তোষ নাই

তবে আমি এই আছি; তিনি যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করুন। পরে লোকেরা দাউদের নিকটে একত্র হইল, এবং তিনি আপন সৈন্য অব্শা-লোমের বিপক্ষে পাঠাইলে তাহারা তাহাকে মারিল, এবং দাউদ আপন পুত্র অব্শালোমের নিমিত্তে অনেক শোক করিলেন।

অনন্তর দাউদ চল্লিশ বৎসর রাজ্য করিয়া বৃদ্ধ হইলে তিনি শলমনকে রাজা করিয়া নিযুক্ত করিলেন, এবং সাদোক মহাযাজক শলমনকে অভিষিক্ত করিলেন, ও লোকেরা তূরী বাজাইয়া কহিতে লাগিল, যে ঈশ্বর শলমনকে বাঁচাইয়া রাখুন। তৎপরে দাউদ সত্তরি বৎসর বয়স্ক হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

১৭. শলমন ও অন্য ২ রাজার বিবরণ।।

খ্রীষ্টের (১০১৫) দশ শত পোনের বৎসর পূর্ব্বে শলমন য়িশ্রাএলদের রাজা হইলেন। তিনি সকল লোকহইতে জ্ঞানী ছিলেন, এবং তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষার নিমিত্তে অনেক দেশ-হইতে অনেক রাজা আসিয়াছিলেন।

তাঁহার রাজ্যের চতুর্থ বৎসরে তিনি ঈশ্বরের নিমিত্তে এক মন্দির গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন,

এবং সাত বৎসরের মধ্যে সে মন্দির গাঁথিয়া সাঙ্গ করিলেন। তখন ঐ লোকদিগকে একত্র করিয়া তিনি মন্দির ঈশ্বরের উদ্দেশে দান করিলেন। পরে তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, যে হে য়িশ্রাএলের ঈশ্বর তুমি আপন দাস দাউদের প্রতি যে অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ণ কর। তুমি দিবা রাত্রি এই ঘরের উপর দৃষ্টিপাত কর, ও এই স্থানে তোমার দাস ও লোকেরা তোমার নিকটে আরাধনা করিলে তুমি স্বর্গহইতে শুনিয়া তাহাদিগকে ক্ষমা কর।

তদনন্তর শলমন দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিয়া সকল লোককে আশীর্ব্বাদ করিলেন, যে ঈশ্বর আমাদের সহিত থাকুন এবং তাঁহার পথে গতি করিতে আমাদিগকে লওয়াউন, এবং যে আজ্ঞা ও বিধি আমাদের পিতৃগণকে দিয়াছেন, তাহা পালন করিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মাউন, তাহাতে পৃথিবীর সকল লোক যেন জানিতে পারে যে তিনি ঈশ্বর এবং তাঁহা ব্যতিরেকে অন্য ঈশ্বর নাই।

কিন্তু শলমন বৃদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরের গোচরে পাপ করিলেন, এবং তাহার পিতা দাউদ যেমত

ঈশ্বরের সাক্ষাতে সুব্যবহার করিয়াছিলেন তেমন করিলেন না; কিন্তু দেবতার নিকটে ধুনা পোড়াইলেন ও যজ্ঞ করিলেন। পরে শলমন চল্লিশ বৎসর রাজ্য করিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে দাউদের নগরে কবর দেওয়া গেল; এবং রিহবিয়াম তাঁহার পুত্র তাঁহার বদলে প্রভুর জন্মের (৯৭৫) নয় শত পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রিহবিয়াম আপন পিতা শলমনের বৃদ্ধ মন্ত্রিদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া আপন সঙ্গি যুবা লোকদের পরামর্শ শুনিতে লাগিল। অতএব দশ গোষ্ঠী রিহবিয়ামের বিপক্ষ হইল, এবং আরাবিয়ামকে আপনাদের রাজা করিল, তাহাতে তিনি য়িশ্রাএলের রাজা হইলেন। কিন্তু য়িহুদাহ্ ও বেন্যামিনের গোষ্ঠীর উপর রিহবিয়াম রাজা রহিলেন, তাহাতে তিনি য়িহুদাহের রাজা নাম লব্ধ হইলেন।

য়িশ্রাএলের রাজা আহাবের রাজ্য সময়ে ঈশ্বর আহাবের মন ফিরাণের নিমিত্তে এলিয়াহ্ ভবিষ্যদ্বক্তাকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন, কেননা তিনি অন্য-দেবতা পূজা করণের দ্বারা

ঈশ্বরের সাক্ষাতে অনেক পাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মন ফিরাইলেন না এই নিমিত্তে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে নষ্ট হইলেন।

২৪. এলিয়াহ্ ও এলিশার বিবরণ।

অপর এলিয়াহ্ অগ্নিবৎ রথারোহণ করিয়া সশরীরে স্বর্গে গেলেন, এবং এলিশা তাহার বদলে ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তা হইলেন। পরে তিনি বীৎ-এল নগর দিয়া যাইতে২ কতকগুলি ছোট বালক তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিল, হে টাকপড়া যাও, হে টাকপড়া যাও। অতএব ঈশ্বর বনহইতে ভালুক পাঠাইয়া দিলেন, এবং তাহারা আসিয়া তাহাদিগকে টুকরা২ করিয়া খাইয়া ফেলিল।

অনন্তর শলমন রাজার দুই শত পঞ্চাশ বৎসর মৃত্যুর পর হিজকীয়াহ্ রাজ্য করিতে লাগিলেন। এবং তিনি য়িশ্রাএলের ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করিলেন ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেন এবং ঈশ্বর তাহার সঙ্গে ছিলেন, ও তাহাকে শত্রুদের হস্তহইতে রক্ষা করিলেন।

তাহার রাজ্য সময়ে ঈশ্বর য়িশাইয়াহ্ ভবিষ্য-দ্বক্তাকে পাঠাইয়া দিলেন, এবং তিনি আমাদের

প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা য়িশু খ্রীষ্টের অবতীর্ণ হওনের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম ও দুঃখভোগ ও মৃত্যুর বিষয়ে এই ২ ভবিষ্যদ্বাণী কহিলেন।

২৫. খ্রীষ্টের জন্ম ও শক্তির বিষয়ে য়িশাইয়াহের দ্বারা ভবিষ দ্বাণী।

উচ্চৈঃস্বরে এক রব অরণ্যে ডাকিতেছে পর-মেশ্বরের পথ প্রস্তুত কর, কাননে আমাদের ঈশ্বরের কারণ বড় পথ সোজা কর। দেখ এক কুমারী গর্ভধারণ করিবে ও পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম ইম্মানূএল রাখা যাইবে, ইহার অর্থ ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে।

যেহেতুক এক বালক আমাদের কারণ জন্মি-য়াছে এক পুত্র আমাদিগকে দেওয়া গিয়াছে, কর্তৃত্বভার তাঁহার স্কন্ধের উপরে হইবে, তাঁহার নাম আশ্চর্য্য মন্ত্রী, বলবান প্রভু, অনন্তকালীন পিতা, নিযুদ্ধকারী রাজা খ্যাত হইবে।

ঈশ্বরের আত্মা ও শক্তি তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। অন্ধেরা চক্ষু পাইবে। বধিরেরা শুনিতে পাইবে। খোঁড়ারা হরিণের মত লম্ফ দিবে। ও বোবারা গান করিবে। এবং ঈশ্বরের মহিমা

প্রকাশিত হইবে, ও সকল লোকে তাহা দেখিতে পাইবে; কেননা ঈশ্বর তাহা বলিয়াছেন।

২৬. খ্রীষ্টের চরিত্র ও দুঃখভোগের ভবিষ্যদ্বাণী।

প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমার উপরে আছেন, যেহেতুক পরমেশ্বর আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, মৃদু লোকদের কাছে মঙ্গল সমাচার দিতে, ভগ্নান্তঃকরণ বাঁধিতে, বন্দি লোকদের প্রতি মোচনের সমাচার দিতে, এবং পরমেশ্বরের গ্রাহ্য বৎসর ঘোষণা করিতে, এবং যাহারা শোকান্বিত তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে।

তিনি তাড়িত ও দুঃখপ্রাপ্ত হইলেন তত্রাপি আপন মুখ খুলিলেন না। যেমন মেষকে কাটিতে লইয়া গেলে কিম্বা তাহার লোম কাটিতে গেলে সে রব করে না, সেইরূপ তিনি আপন মুখ খুলিলেন না, তিনি কোন কুকর্ম্ম করিলেন না এবং তাঁহার মুখে কোন দুর্ব্বাক্য ছিল না, তথাপি লোকে তাঁহাকে নষ্ট করিল।

আমার লোকের পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল, এবং তাঁহার দ্বারা অনেক লোক ত্রাণ পাইবে, কেননা তিনি তাহাদের পাপ

খণ্ডাইয়া দিবেন। তিনি আপন প্রাণ দিলেন, এবং দোষিদের মধ্যে গণিত হইলেন। তিনি অনেকের পাপ ধারণ করিলেন, ও দোষিদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলেন।

২৭ বাবেল দেশে দাসত্বাপন্ন ইত্যাদির বিবরণ।

অনন্তর হিজকীয়াহ্ মরিলে তাহার পুত্র মনশেহ য়িহুদাহের রাজা হইলেন। কিন্তু তিনি বিগ্রহ পূজা করিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে পাপ করিলেন; এই নিমিত্তে ঈশ্বর তাহাকে আশূরের রাজার হাতে সমর্পণ করিলে তিনি তাহার পায়ে জিঞ্জির দিয়া বাবেলে লইয়া গেলেন। কিন্তু সেস্থানে মনশেহ্ ক্লেশগ্রস্ত হইয়া আপন ঈশ্বর য়িহুহকে মিনতি করিল ও তাহার পিতৃলোকদের ঈশ্বরের সম্মুখে আপনাকে বড় নম্র করিল, তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিল। অতএব ঈশ্বর তাহাকে পুনরায় আপনার রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন।

কিন্তু তাহার পুত্র আমোন হস্ত নির্ম্মিত প্রতিমার নিকটে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে পাপ করিলেন, এই নিমিত্তে তাহার

ভৃত্যেরা তাহাকে বধ করিল। পরে য়োশিয়াহ্ তাহার পুত্র রাজা হইলেন। তিনি ধার্ম্মিক হইয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে উত্তম কর্ম্ম করিলেন।

অনন্তর তাহার পৌত্র সিদিকিয়াহ্ রাজা ও তাহার সকল লোক ঈশ্বরের সাক্ষাতে অতিশয় পাপ করিল। কেননা তাহারা মন্দির অপবিত্র করিল, ও ঈশ্বরের আজ্ঞা তাচ্ছল্য করিল, তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগকে বাবেলের রাজার হস্তে পুনর্ব্বার সমর্পণ করিলেন।

পরে বাবেলের রাজা ঈশ্বরের মন্দির ও য়িরূশালমের সমস্ত ঘর পোড়াইয়া দিলেন, ও প্রাচীর সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং সিদিকিয়াহের চক্ষুঃ উৎপাটন করিলেন, এবং রাজাকে ও য়িরূশালমের সমস্ত প্রধান লোককে বন্দি করিয়া বাবেলে লইয়া গেলেন; সেখানে তাহারা সত্তরি বৎসর পর্য্যন্ত বন্দি থাকিলে ঐ বন্দিদের মধ্যে দানিএল নামে এক জন যুবা লোক ছিলেন, তিনি ধার্ম্মিক ও ভাল লোক, এবং ঈশ্বরের আত্মা তাহার উপর ছিলেন।

ইতোমধ্যে সেই দেশের রাজা আজ্ঞা করিলেন, যে ত্রিশ দিবস পর্য্যন্ত কেবল রাজার কাছে

কোন যাচ্ঞা করিতে হইবে, আর যদি কেহ অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করে, তবে সে সিংহদ্বারা নষ্ট হইবে। কিন্তু দানিএল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, এবং রাজার আজ্ঞানুসারে সিংহের নিকট ফেলান গেলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিলেন, তাহাতে সিংহেরা তাহার কিছু হিংসা করিল না। পরে রাজা দানিএলের প্রতি অতিশয় অনুগ্রহ করিয়া তাহার সম্ভ্রম বাড়াইলেন।

অপর দানিএলের কথাতে রাজা আর তিন জন য়িহুদিদিগকে বাবেল দেশে উচ্চপদ দিলেন। অনন্তর রাজা এক সোণার প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া সকল লোককে আজ্ঞা দিলেন, যে যে জন আহ্লাকে প্রণাম ও আরাধনা না করিবে, তাহাকে জীবন্ত জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলা যাইবে।

পরে ৫এক জন খালদীয়েরা রাজার নিকটে আসিয়া ঐ তিন জনের অপবাদ দিয়া কহিল, যে হে মহারাজ, সে তিন জন য়িহুদি তোমাকে মানে না, ও তোমার দেবতাদিগকে পূজা করে না, এবং তুমি যে স্বর্ণ প্রতিমা করাইয়াছ তাহাকেও পূজা করে না। পরে রাজা ঐ তিন জনকে

কহিলেন ইহা কি সত্য কথা যে তোমরা আমার দেবতাদের সেবা কর না, ও যে স্বর্ণ প্রতিমা আমি স্থাপন করিয়াছি, তাহাকেও পূজা কর না? যদি তোমরা এই প্রতিমাকে পূজা কর, তবে তোমাদের ভাল হইবে; কিন্তু যদি না কর, তবে তোমাদিগকে তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত অগ্নিতে ফেলাইয়া দিব, এবং কোন্ ঈশ্বর আমার হস্তহইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন তাহা দেখিব।

তখন তাহারা রাজাকে প্রত্যুত্তর দিয়া কহিল যে আমাদের ঈশ্বর অগ্নিকুণ্ডহইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন, এবং মহারাজার হস্তহইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু যদি না করেন, তত্রাপি ইহা জ্ঞাত হউন, যে আমরা কখন আপনকার দেবতার সেবা করিব না, এবং যে স্বর্ণ প্রতিমা আপনি স্থাপন করিয়াছেন তাহাকেও পূজা করিব না।

রাজা ঐ কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বাঁধিয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলাইয়া দিলেন। কিন্তু অগ্নিতে তাহাদের কিছুই হানি হইল না। তাহাদের একগাচ লোমও পুড়িল না, ও তাহাদের কাপড় বিবর্ণ হইল না, এবং অগ্নির গন্ধও তাহাদের গাত্রে লাগিল না।

তখন রাজা অগ্নিকুণ্ডহইতে বাহিরে আসিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং য়িশ্রাএলের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন, যেহেতুক তিনি আপন বিশ্বাসি লোককে অগ্নিহইতে রক্ষা করিলেন।

২৮. য়িশরাএলেরদের স্বদেশে পুনরাগমন বিবরণ।

অপর য়িহুদিয়েরা সত্তরি বৎসর দাসত্বাপন্ন হইলে আমাদের ত্রাণকর্ত্তার জন্মের (৫৩৬) পাঁচ শত ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কোরেশ রাজা তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। এবং তাহারা ঈশ্বরের মন্দির ও য়িরূশালমের প্রাচীর পুনরায় গাঁথিল।

তিন শত বৎসরের পর আন্তিওখীয় নামে রাজা তাহাদের উপরে আক্রমণ করিলেন, ও মন্দিরের জিনিস পত্র ইত্যাদি সকল লুটপাট করিলেন, ও পবিত্র স্থান অশুদ্ধ করিলেন, এবং য়িহুদাহের সমস্ত নগরে বিগ্রহের যজ্ঞবেদি স্থাপন করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, যে যে ব্যক্তি তাহার উপর ধুনা না পোড়াইবে তাহাকে বধ করা যাইবে। কিন্তু য়িহুদিয়েরা য়িহুদামাকাবীয়কে সেনাপতি করিয়া আন্তিওখীয় রাজাকে পরাজয়

করিল, এবং মন্দির পুনর্ব্বার পবিত্র করিল, ও ঈশ্বরের যজ্ঞবেদি পুনঃস্থাপন করিল।

২৯. য়িরূশালম নগর নষ্ট হওন বিবরণ।

অনন্তর য়িহুদিয়াহের রাজা হেরোদের সময়ে ঈশ্বর আপন পুত্র য়িশু খ্রীষ্টকে জগতে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে যে কেহ অকপটী হইয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করে সে যেন পাপ ও দণ্ডহইতে পরিত্রাণ পায়।

যেমন ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন তেমন তিনি বেৎলেহেম নগরে দাউদের বংশের মধ্যে এক কুমারীর গর্ভে জন্ম লইলেন। কিন্তু য়িহুদি-দের প্রধানেরা খ্রীষ্ট বলিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস না করিয়া বরং লজ্জা ও দুঃখ দিয়া তাঁহাকে বধ করিল। ইহার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তারা ও আমাদের ত্রাণকর্ত্তা আপনি ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়াছিলেন।

তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীও কহিয়াছিলেন যে তখনকার লোক বহিয়া যাওনের পূর্ব্বে য়িরূ-শালম নগর ও তাহার মন্দির নষ্ট করা যাইবে, এবং য়িহুদিয়েরা জগতের সকল দেশে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

অতএব সেই ভবিষ্যদ্বাক্যানুসারে আমাদের ত্রাণকর্ত্তার ক্রুশে হত হওনের সাঁইত্রিশ বৎসরের পরে রূমের রাজা য়িরূশালমের চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া লইলেন। পরে মন্দির ও অন্য২ অট্টালিকা সকল নষ্ট হইল, ও দশ লক্ষ য়িহুদিলোক মারা পড়িল; আর অন্য সকল লোক পৃথিবীতে ছড়িয়া পড়িল, এবং অদ্যপর্য্যন্ত সেইরূপ ছিন্ন ভিন্ন আছে।

খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে,

বৎসর

৪০০৪ জগতের সৃষ্টি। ধার্ম্মিক সুখী ও নির্দ্দোষী নির্ম্মিত আদামের অধঃপতন.

২৩৪৮ জল প্লাবন.

১৯২১ ঈশ্বরের আজ্ঞাতে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আব্রাহামের কনআন দেশে আইসন.

১৮৯৮ আব্রাহামের সহিত পরমেশ্বরের নিয়ম করণ। সদোম ও অমোরাহ্ নগরের অগ্নিতে নষ্ট হওন.

১৭০৬ য়াকোব ও তাহার পরিজনের মিশর দেশে যাওন.

১৪৯১ পরমেশ্বর মোশহের দ্বারা য়িশ্রাএলদিগকে মিশর দেশের দাসত্বহইতে মু করেন.

১৪৫১ য়িশ্রাএলদের চল্লিশ বৎসর মহাপ্রান্তরে ভ্রমনানন্তর য়র্দন পার হওন.

খ্রীষ্টের পূর্ব্বে.

১০৯৫ শাউলের রাজ্যারম্ভ.

১০৫৫ শাউল মরেন, ও য়িহুদা দ্বারা দাউদ রাজা মনোনীত হন.

১০১৫ দাউদ মরেন, ও তাহার পুত্র শলমন তাহার বদলে রাজ্য করেন.

১০১২ শলমন কর্ত্তৃক ঈশ্বরের মন্দিরের পত্তন

১০০৫ সাতবৎসরের পর মন্দির নির্ম্মাণ সমাপ্তি

৯৭৬ অবধি ৫৮৮ পর্য্যন্ত কুড়ি জন য়িহুদিদের উপর রাজ্য করিলেন.

৬০৬ য়িহুদিদের বশতাপন্ন হওনের আরম্ভ.

৫৩৬ কোরেশ কর্ত্তৃক য়িহুদিদের মুক্তি প্রকাশ.

৪ জগতের ত্রাণকর্ত্তা য়িশু খ্রীষ্ট বিথলহম নগরে জন্মাইলেন. (খ্রীষ্টিয়ান সনের চারি বৎসর পূর্ব্বে আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা জন্ম পাইলেন.)

খ্রীষ্টের জন্মের পর.

৩৩ য়িশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর টাঙ্গা গিয়া মরিলেন.

রোমিদের দ্বারা য়িরূশালেম নগর নষ্ট হওন.

ইতি সমাপ্ত

1827. 3,000——1832. 5,000——1835, 1,000——1836, 2,000